بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) -এর উত্তম গুণাবলীর ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৮ নভেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর জীবনী ও জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। নবী করীম (সা.) এর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকরের মর্যাদা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.) তাঁকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, বরং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে,আল্লাহ্ আবু বকরকে তার পরে খলিফা ও উত্তরসূরি নিযুক্ত করবেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় আমাকে বলেছেন, তোমার পিতা আবু বকর (রা.)-কে আমার কাছে ডেকে পাঠাও, যাতে আমি একটি ইচ্ছাপত্র লিখে যেতে পারি, কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে অন্য কেউ আমার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য নিজেকে আরও বেশি অধিকারী বলে মনে করতে পারে, যেখানে আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীরা অবশ্যই হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত অন্য কাউকে আমার উত্তরসূরি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করবে।

হুযুর আনোয়ার **ইফকের ঘটনা** উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এ ঘটনার একটি ছোট অংশ রয়েছে যা স্পষ্ট করে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে এমনভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যেন পাহাড় ভেঙে পড়েছে, তা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি তার পিতা-মাতার ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা তাদের মেয়ের প্রতি ভালবাসার চেয়ে অনেকাংশে বেশি ছিল। তারা নিজেদের মেয়েকে সেই অবস্থায় থাকতে দিয়েছিলেন যা নবী (সা.) উপযুক্ত মনে করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, আমাদের বিবেচনা করা উচিত কারা কারা এমন লোক ছিল যাদের মানহানি মুনাফিক ও তাদের নেতাদের জন্য উপকারী হতে পারত। আসলে হযরত আয়েশাকে

অভিযুক্ত করে মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা বের করা যেত, কারণ হযরত আয়েশা ছিলেন একজনের সহধর্মিনী এবং অন্যজনের কন্যা। আর এই দুটি সত্ত্বা এমন ছিল যে তাদের কুখ্যাতি কুটনীতিকভাবে এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু লোকের জন্য উপকারী হতে পারত। হযরত আয়েশা (রা.) -এর সম্মানহানি করে কেউ লাভবান হতে পারত না। হ্যাঁ, এটা মনে করা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর সতীনরা হযরত আয়েশাকে মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে ছোট করে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠায় অংশ নিয়েছিল, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, এমন কিছু হয়নি। একজন স্ত্রী সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।

হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, আল্লাহ্‌র রসূলের পর যদি কারো মর্যাদা থাকে তবে তা আবু বকরের। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি ইবনে সুলুল যখন দেখল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পর তার রাজত্বের সম্ভাবনা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন সে আর অন্য কিছু করতে পারল না, তাই সে চাইল যে, মুহাম্মদ (সা.) - এর মৃত্যু হোক আর আমি মদীনার রাজা হয়ে বসি। তাই সে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হযরত আয়েশা (রা.)- র উপর কালিমা লেপন করে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আয়েশাকে ঘৃণা করেন এবং তাঁর (সা.) ও আপামর মুসলমানদের দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা.)- এর সম্মান ও মর্যাদাহানি হয়, এবং তার পক্ষে পরবর্তী খলীফা হওয়ার সম্ভাবনা যেন না থাকে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা মিথ্যা রচনা করে তারা তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল। এটাকে (বিষয়টি) আপনার জন্য খারাপ মনে করবেন না, বরং এটি আপনার জন্য উত্তম। অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে এই অভিযোগ আপনার কল্যান সাধন করবে এবং আপনাকে প্রভূত উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, সূরা নূরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরই খিলাফতের কথা উল্লেখ করে বলেন, খিলাফত কোনো রাজতন্ত্র নয়, এটা ঐশী নূর বজায় রাখার একটি মাধ্যম। তাই আল্লাহ্ তাআলা এর প্রতিষ্ঠা নিজের হাতে রেখেছেন। এর বিনষ্ট হওয়া হল নবুওতের কিরণ এবং একত্ববাদের জ্যোতি নির্বাপিত হয়ে যাওয়া। অতএব, আল্লাহ্ অবশ্যই এই জ্যোতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং নবুওয়তের পর রাজতন্ত্র সৃষ্টি হতে দেবেন না এবং তিনি যাকে চাইবেন তাকেই খলীফা নিযুক্ত করবেন, তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি মুসলমানদের মধ্য থেকে একজনকে নয় বরং বহু লোককে খিলাফতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে ঐশী জ্যোতির যুগকে দীর্ঘায়িত করবেন। যাইহোক, এই ঘটনা থেকে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়তের অব্যবহিত পরেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফতের যে ধারা অব্যাহত থাকার কথা ছিল তা চলতে থাকে, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম- এর মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাপনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) -এর বিনয় ও ভদ্রতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি আবু বকরের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে তিনবার আঘাত করে। কিন্তু তিনি নীরব থাকলেন এবং তৃতীয়বারের পর তিনি প্রতিশোধ নিলেন, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এসেছেন, যিনি আপনার সম্পর্কে ওই ব্যক্তি যা বলছেন তা অস্বীকার করছিল। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশোধ নিলেন, তখন

শয়তান এসে গেল এবং আমি সেই মজলিশে বসব না যেখানে শয়তান এসেছে। অতঃপর তিনি (সা.) বললেনঃ হে আবু বকর! তিনটি জিনিস আছে যা সবৈর্ব সত্য। যদি কোন বান্দার উপর কোন কিছুর মাধ্যমে জুলুম করা হয় এবং সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সেটিকে উপেক্ষা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে মর্যাদাবান করে দেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এমন কোন উপহারের দরজা খুলে দেয় যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র আশিস কামনা করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাকে তার সম্পদের প্রাচুর্য বাড়িয়ে দেন। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বার খুলে দেয়, যার দ্বারা তার নিয়্যত হয় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, তখন আল্লাহ্ তার মাধ্যমে তার অভাব ও অনটন বৃদ্ধি করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) - এর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, তিনি (রা.) তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী, অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির এবং অত্যন্ত দয়ালু মানুষ ছিলেন। ইবাদত ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তাকে তাঁর ললাটের নূরের মাধ্যমে চিনতে পারা যেত। মহানবী (সা.)- এর রূহের সঙ্গে তাঁর আত্মা মিলিত হয়েছিল। তিনি কুরআন ও সাইয়্যেদুল রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপলব্ধিতে এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসায় সকল মানুষের চেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সত্য এক আল্লাহ্‌র রঙে রঙ্গীন ছিলেন। সাদিক ছিলেন, তাঁর দৃঢ়তা এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে এই আন্তরিকতার লক্ষণ ও নূর প্রস্ফুটিত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)- এর মর্যাদা ও গুণাবলী মহান আল্লাহ্ তাআলা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন।

তিনি (রা.) আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখতেন এবং কারণগুলির প্রতি কম মনোযোগ দিতেন, এবং তিনি আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল ও প্রভু (সা.)- এর মতই বিনয়ী ছিলেন। হযরত খায়রূল বারিয়া (অর্থাৎ মহামান্য সর্বাধিপতি আল্লাহ্ তাআলা)-এর সাথে তাঁর একটি চিরন্তন সংযোগ ছিল, এবং এই কারণেই মহানবী (সা.)-এর কৃপা ও অনুগ্রহে তিনি মুহূর্তকালে যা লাভ করতেন, তা সুদীর্ঘ সময়েও অন্যরা পেত না।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে সাতজন সম্মানিত সাহাবী দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে চৌদ্দজন দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকরও তাদের একজন।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.) জানতে পারলেন যে, মুশরিকরা অন্য লোকদের সাথে একত্রে হজ্জ পালন করে এবং শিরকপূর্ণ কথা বলে এবং উলঙ্গ অবস্থায় কাবা প্রদক্ষিণ করে, তাই তিনি সে বছর হজ্জ করার নিয়ত ত্যাগ করেন। নবম হিজরীতে তিনি হযরত আবু বকরকে হজ্জের আমীর বানিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। হযরত আবু বকর তিনশত সাহাবী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মহানবী (সা.) তাঁর সাথে কুড়িটি কুরবানির পশুও পাঠিয়েছিলেন, যাদের ঘাড়ে মহানবী (সা.) নিজে কুরবানির প্রতীক হিসেবে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন, আর হযরত আবু বকর (রা.) নিজেও তাঁর সঙ্গে পাঁচটি কুরবানির পশু নিয়ে গিয়েছিলেন। রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হজরত আলী (রা.) এই হজ্জ উপলক্ষে সূরা তওবার শুরুর আয়াতগুলি ঘোষণা করেছিলেন, যার বিস্তারিত হযরত আলী (রা.)-এর স্মরণে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার কয়েকজন মরহুমের কথা উল্লেখ করেন এবং জানাযার নামাযের ঘোষণা করেন। এদের একজনের জানাযা হাজির হল জনাব মুহাম্মদ দাউদ জাফর সাহেব মোবাল্লিগ সিলসিলা। জানাযা গায়েব হলেন মওলানা করম এলাহী জাফরের স্ত্রী রুকিয়া শামীম বেগম সাহেবা এবং সাহেবযাদা মির্যা হানিফ আহমেদের স্ত্রী মিসেস তাহিরা হানিফ বেগম সাহেবার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তৃতীয় উল্লেখটি হল তাহিরা হানিফ সাহেবার, যিনি ছিলেন সৈয়দ জয়নুল

আবিদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ সাহেবের কন্যা এবং মরহুম মির্যা হানিফ আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধূ। সেই সাথে তিনি আমার মামীও ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ জয়নুল আবিদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ, যিনি বুখারীর তাফসীরও লিখেছেন। তাঁর মাতার নাম সৈয়দা সিয়ারা সাহিবা, যিনি দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতামহ হযরত ডক্টর সৈয়দ আব্দুল সাত্তার শাহ সাহেবের দ্বারা তাঁর পরিবারে আহমদীয়তের প্রবেশ হয়েছিল, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর মাতামহ ছিলেন। এই দিক থেকে তাই তিনি ছিলেন হুজুরের মামা। আল্লাহ্ তাঁকে তিন কন্যা ও এক পুত্র দান করেছেন। খিলাফতের সাথে অনেক আন্তরিকতা জড়িত ছিল। তিনি আমাকে খুব নিয়মিত চিঠি লিখতেন। প্রতিটি খুতবার পরে, প্রায়ই তাঁর চিঠিগুলি আসত এবং তাতে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য হত। দারিদ্র্য বৎসল ছিলেন প্রবল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কৃপা করুন এবং তাঁর সাথে রহমতের আচরণ করুন। তাঁকে বুজুর্গদের পায়ে স্থান দান করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর ভালো কাজ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশরও এশায়াত কাদিয়ান থেকে **বাংলা অনুবাদ কুরআন, ইসলামি নীতি দর্শন** এবং **সোশাল মিডিয়া, পর্দা** সহ ৪৮টি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকা এবং পুস্তকগুলি কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্য সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
18 November 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in